শ্রীমদ্ভাগবত

চতুর্থ স্কন্ধ

"পোষণম্"

(ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ভগবৎ ধর্মের আদর্শ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী, মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি SRIMAD BHAGABATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ **শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী**

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রথম অধ্যায়

মনুকন্যাদের বংশাবলী

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে ।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **মনোঃ তু**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **শতরূপায়াম্**—তাঁর পত্নী শতরূপা থেকে; **তিস্রঃ**—তিন; **কন্যাঃ চ**—কন্যাও; **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **আকূতিঃ**—আকূতি নামক; **দেবহূতিঃ**—দেবহূতি নামক; **চ**—ও; **প্রসূতিঃ**—প্রসূতি নামক; **ইতি**—এইভাবে; **বিশ্রুতাঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী শতরূপা থেকে তিনটি কন্যা লাভ করেছিলেন, এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি।

তাৎপর্য

সর্বপ্রথমে আমি আমার গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আদেশে আমি ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য নামক *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য রচনার বিশাল কার্যে ব্রতী হয়েছি। তাঁর কৃপায় তিনটি স্কন্ধ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং আমি এখন চতুর্থ স্কন্ধের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। তাঁরই কৃপায় আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পাঁচ শত বছর পূর্বে, ভাগবত ধর্মের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর কৃপায় আমি ষড়গোস্বামীগণকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, তার পর আমি চিন্ময় যুগল রাধা এবং কৃষ্ণকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা বৃন্দাবনে গোপবালক এবং গোপবালিকাদের সঙ্গে নিত্য বিহার করেন।

আমি সমস্ত ভক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত সেবকদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে, এবং এই সমস্ত অধ্যায়গুলিতে ব্রহ্মা এবং মনুর গৌণ সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তাঁর জড়া প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করে প্রকৃত সৃষ্টি আরম্ভ করেন, এবং তার পর, তাঁর নির্দেশে, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা বিভিন্ন লোক এবং সেখানকার অধিবাসীদের সৃষ্টি করেন, এবং পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে নিরন্তর যাঁরা কার্য করেন, সেই মনু আদি প্রজাপতিদের দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে, স্বায়ম্ভুব মনুর তিন কন্যা এবং তাঁদের বংশধরদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তার পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে, মহারাজ দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞ পণ্ড হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। তার পর পাঁচটি অধ্যায়ে, ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে। তার পর এগারটি অধ্যায়ে, মহারাজ পৃথুর কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তার পরের আটটি অধ্যায়ে, প্রচেতা রাজাদের কার্যকলাপ বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি নামক স্বায়ম্ভুব মনুর তিনটি কন্যা ছিল। তাঁদের মধ্যে পতি কর্দম মুনি এবং পুত্র কপিল মুনি সহ দেবহূতির বৃত্তান্ত ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এই শ্লোকে প্রথমা কন্যা আকূতির বংশধরদের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হবে। স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মার অন্য আরও অনেক পুত্র ছিল, কিন্তু মনুর নাম বিশেষ করে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত। এই শ্লোকে *চ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর এই তিনটি কন্যা ছাড়া আরও দুটি পুত্রও ছিল।

শ্লোক ২

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ ।
পুত্রিকাধর্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ ॥ ২ ॥

আকূতিম্—আকূতি; **রুচয়ে**—মহর্ষি রুচিকে; **প্রাদাৎ**—সম্প্রদান করেছিলেন; **অপি**—যদিও; **ভ্রাতৃ-মতীম্**—যে কন্যার ভ্রাতা রয়েছে; **নৃপঃ**—রাজা; **পুত্রিকা**—তাঁর পুত্রকে পাওয়ার জন্য; **ধর্মম্**—ধর্ম অনুষ্ঠান; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **শতরূপা**—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নীর দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত।

অনুবাদ

আকূতির দুজন ভাই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বায়ম্ভুব মনু এই শর্তে তাঁকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন যে, তাঁর থেকে যে পুত্রের জন্ম হবে, তাকে মনুর কাছে তাঁর পুত্ররূপে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর পত্নী শতরূপা এই শর্তটিকে অনুমোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অপুত্রক ব্যক্তি তাঁর কন্যাকে এই শর্তে পতির হস্তে সম্প্রদান করেন যে, তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, তাঁর পৌত্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। একে বলা হয় *পুত্রিকা-ধর্ম,* অর্থাৎ পত্নীর দ্বারা পুত্র লাভ না করার ফলে, ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুত্র লাভ। কিন্তু এখানে মনুর অস্বাভাবিক আচরণ দেখতে পাচ্ছি, কারণ তাঁর দুই পুত্র থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর প্রথমা কন্যাকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন এই শর্তে যে, তাঁর কন্যার পুত্রকে তাঁর পুত্ররূপে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মহারাজ মনু জানতেন যে, আকূতির গর্ভে পরমেশ্বর ভগবান জন্মগ্রহণ করবেন; তাই দুই পুত্র থাকা সত্ত্বেও, আকূতির গর্ভজাত সেই বিশেষ পুত্রটিকে তিনি লাভ করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্র এবং পৌত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়ার অভিলাষী ছিলেন। মনু হচ্ছেন মানব-সমাজের আইন প্রণয়নকর্তা, এবং যেহেতু তিনি স্বয়ং *পুত্রিকা-ধর্ম* আচরণ করেছিলেন, তার ফলে আমরা বুঝতে পারি যে, এই প্রকার প্রথা মানব-জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য। অতএব, পুত্র থাকা সত্ত্বেও, কেউ যদি তাঁর কন্যার পুত্রকে প্রাপ্ত হতে চান, তা হলে সেই শর্তে তিনি তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করতে পারেন। সেটি শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত।

শ্লোক ৩

প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ ।
মিথুনং ব্রহ্মবর্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঃ—যাঁকে সন্তান উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরম ঐশ্বর্যশালী; **রুচিঃ**—মহর্ষি রুচি; **তস্যাম্**—তাতে; **অজীজনৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **মিথুনম্**—যুগল; **ব্রহ্ম-বর্চস্বী**—আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী; **পরমেণ**—মহাবলের দ্বারা; **সমাধিনা**—সমাধিতে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন রুচি প্রজাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পত্নী আকূতির গর্ভে তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-বর্চস্বী শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রুচি ছিলেন ব্রাহ্মণ, এবং তিনি গভীর নিষ্ঠা সহকারে তাঁর ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের গুণাবলী হচ্ছে—ইন্দ্রিয়-সংযম, মনঃসংযম, অন্তরে এবং বাইরে শুচিতা, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক জ্ঞানের বিকাশ, সরলতা, সত্যতা, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ইত্যাদি। এই প্রকার অনেক গুণ রয়েছে, যার দ্বারা ব্রাহ্মণোচিত ব্যক্তিকে চেনা যায়, এবং রুচি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত নীতিগুলি গভীর নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছিলেন। তাই এখানে তাঁকে বিশেষভাবে *ব্রহ্ম-বর্চস্বী* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ পিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও, কেউ যদি ব্রাহ্মণের মতো আচরণ না করে, তা হলে বৈদিক ভাষায় তাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-বন্ধু* এবং সে শূদ্র এবং স্ত্রীর সমপর্যায়ভুক্ত। এইভাবে আমরা *ভাগবতে* দেখতে পাই যে, ব্যাসদেব *মহাভারত* রচনা করেছিলেন, বিশেষভাবে *স্ত্রী-শূদ্র-ব্রহ্মবন্ধুদের* জন্য। এই তিন শ্রেণীর মানুষদের বলা হয় অল্পজ্ঞ; তাদের বেদ অধ্যয়ন করার যোগ্যতা নেই, যা বিশেষ করে ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। এই কঠোরতা জাতির ভিত্তিতে নয়, গুণের ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করলে, বৈদিক শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাই, এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যে-সমস্ত মানুষদের ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী নেই এবং যারা কখনও সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেনি, তারাও *শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ* আদি বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করে। এই ধরনের মানুষেরা কখনই এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত বাণী প্রদান করতে পারে না। রুচি ছিলেন সর্বোত্তম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; তাই এখানে তাঁকে *ব্রহ্ম-বর্চস্বী* বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যাঁর পূর্ণরূপে ব্রহ্মণ্য শক্তি রয়েছে।

শ্লোক ৪

যস্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্ ।
যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতানপায়িনী ॥ ৪ ॥

যঃ—যিনি; **তয়োঃ**—তাদের মধ্যে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ; **বিষ্ণুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **স্বরূপ-ধৃক্**—রূপধারী; **যা**—অন্যজন; **স্ত্রী**—নারী; **সা**—তিনি; **দক্ষিণা**—দক্ষিণা; **ভূতেঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **অংশ-ভূতা**—অংশ হওয়ার ফলে; **অনপায়িনী**—কখনও পৃথক হবে না।

অনুবাদ

আকূতির দুটি সন্তানের মধ্যে, পুত্রসন্তানটি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অবতার এবং তাঁর নাম ছিল যজ্ঞ, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর আর একটি নাম। আর কন্যাসন্তানটি ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর অংশাবতার।

তাৎপর্য

সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সঙ্গিনী। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান এবং লক্ষ্মীদেবী, যাঁরা নিত্য সঙ্গী, তাঁরা উভয়েই একসঙ্গে আকূতির গর্ভ থেকে প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান এবং তাঁর সঙ্গিনী উভয়েই এই জড় সৃষ্টির অতীত, যা মহাজনেরা প্রতিপন্ন করে গেছেন (*নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*); অতএব তাঁদের নিত্য সম্পর্ক কখনও পরিবর্তন হয় না, এবং আকূতির পুত্র যজ্ঞ পরবর্তী কালে লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্ ।
স্বায়ম্ভুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্রাহ দক্ষিণাম্ ॥ ৫ ॥

আনিন্যে—নিয়ে এসেছিলেন; **স্ব-গৃহম্**—গৃহে; **পুত্র্যাঃ**—পুত্রী থেকে জাত; **পুত্রম্**—পুত্র; **বিতত-রোচিষম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব নামক মনু; **মুদা**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **যুক্তঃ**—সহ; **রুচিঃ**—মহর্ষি রুচি; **জগ্রাহ**—রেখেছিলেন; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণা নামক কন্যাকে।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত প্রসন্নতাপূর্বক যজ্ঞ নামক অপূর্ব সুন্দর বালকটিকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন, এবং তাঁর জামাতা রুচি তাঁর কন্যা দক্ষিণাকে তাঁর কাছে রেখেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতি একটি পুত্র এবং একটি কন্যারও জন্ম দেওয়ার ফলে, স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, যদি একমাত্র পুত্র সন্তানকে তিনি নিয়ে নেন, তা হলে তাঁর জামাতা রুচি দুঃখিত হতে পারেন। তাই যখন তিনি শুনলেন যে, পুত্রটির সঙ্গে একটি কন্যারও জন্ম হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। রুচি তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তাঁর পুত্রসন্তানটিকে স্বায়ম্ভুব মনুর হাতে দিয়েছিলেন এবং কন্যাটিকে নিজের কাছে রাখতে মনস্থ করেছিলেন, যাঁর নাম ছিল দক্ষিণা। বিষ্ণুর একটি নাম যজ্ঞ, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদের প্রভু। যজ্ঞ নামটি আসছে *যজুষাং পতিঃ* থেকে, যার অর্থ হচ্ছে, 'সমস্ত যজ্ঞের প্রভু'। *যজুর্বেদে* যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিধি রয়েছে, এবং সেই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ*—কর্ম করা উচিত, কিন্তু সেই কর্তব্য কর্ম কেবল যজ্ঞ বা শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই করা উচিত। মানুষ যদি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বা ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের জন্য কর্ম না করে, তা হলে তার সমস্ত কর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হবে। সেই কর্মের ফল ভাল অথবা খারাপ তাতে কিছু যায় আসে না; আমাদের কর্ম যদি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত না হয়, অথবা আমরা যদি কৃষ্ণভাবনায় কর্ম না করি, তা হলে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ফলের জন্য আমরা দায়ী হব। প্রত্যেক প্রকার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়, কিন্তু যদি সেই ক্রিয়া যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। তাই কেউ যখন যজ্ঞ বা পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কর্ম করেন, তখন তিনি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হন না, কারণ *বেদে* এবং *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যত প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান রয়েছে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য। প্রথম থেকেই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করার চেষ্টা করা উচিত; তার ফলে জাগতিক কার্যকলাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৬

তাং কাময়ানাং ভগবানুবাহ যজুষাং পতিঃ ।
তুষ্টায়াং তোষমাপন্নোঽজনয়দ্ দ্বাদশাত্মজান্ ॥ ৬ ॥

তাম্—তাঁর; **কাময়ানাম্**—বাসনা করে; **ভগবান্**—ভগবান; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **যজুষাম্**—সমস্ত যজ্ঞের; **পতিঃ**—প্রভু; **তুষ্টায়াম্**—তাঁর পত্নীকে, যিনি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন; **তোষম্**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **আপন্নঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **অজনয়ৎ**—জন্ম দিয়েছিলেন; **দ্বাদশ**—বার; **আত্মজান্**—পুত্রদের।

অনুবাদ

যজ্ঞের ঈশ্বর ভগবান পরবর্তী কালে দক্ষিণাকে বিবাহ করেছিলেন, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পতিরূপে লাভ করার কামনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, বারটি পুত্র লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

আদর্শ পতি-পত্নীর তুলনা সাধারণত লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে করা হয়, কারণ লক্ষ্মী-নারায়ণ পতি-পত্নীরূপে সর্বদাই সুখী। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা তাঁর পতির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, এবং পতির কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা তাঁর পত্নীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। চাণক্য তাঁর উপদেশ প্রদান করে একটি শ্লোকে বলেছেন যে, পতি এবং পত্নী যদি পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে লক্ষ্মীদেবী আপনা থেকেই আসেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, পতি এবং পত্নীর মধ্যে যদি বিরোধ না থাকে, তা হলে সমস্ত ঐশ্বর্য সেখানে উপস্থিত থাকে, এবং সুসন্তানের জন্ম হয়। সাধারণত, বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, পত্নীকে সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রসন্ন থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, পতির কর্তব্য—যথেষ্ট আহার, গহনা এবং বস্ত্রের দ্বারা পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখা। যদি এইভাবে তাঁরা পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে সুসন্তানের জন্ম হয়। এইভাবে সারা পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই কলিযুগে আদর্শ পতি-পত্নীর অভাব। তার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপন্ন হয়, এবং তাই আজকের পৃথিবীতে কোথাও শান্তি এবং সমৃদ্ধি নেই।

শ্লোক ৭

তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিড়স্পতিঃ ।
ইধ্মঃ কবির্বিভুঃ স্বহ্নঃ সুদেবো রোচনো দ্বিষট্ ॥ ৭ ॥

তোষঃ—তোষ; **প্রতোষঃ**—প্রতোষ; **সন্তোষঃ**—সন্তোষ; **ভদ্রঃ**—ভদ্র; **শান্তিঃ**—শান্তি; **ইড়স্পতিঃ**—ইড়স্পতি; **ইধ্মঃ**—ইধ্ম; **কবিঃ**—কবি; **বিভুঃ**—বিভু; **স্বহ্নঃ**—স্বহ্ন; **সুদেবঃ**—সুদেব; **রোচনঃ**—রোচন; **দ্বি-ষট্**—দ্বাদশ।

অনুবাদ

যজ্ঞ এবং দক্ষিণার বারটি পুত্রের নাম ছিল—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ , কবি, বিভু, স্বহ্ন, সুদেব এবং রোচন।

শ্লোক ৮

তুষিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

তুষিতাঃ—তুষিত শ্রেণীর; **নাম**—নামক; **তে**—তাঁরা সকলে; **দেবাঃ**—দেবতা; **আসন্**—হয়েছিলেন; **স্বায়ম্ভুব**—মনুর নাম; **অন্তরে**—সেই সময়ে; **মরীচি-মিশ্রাঃ**—মরীচি আদি; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **যজ্ঞঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার; **সুর-গণ-ঈশ্বরঃ**—দেবতাদের রাজা।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই পুত্রেরা দেবতা হয়েছিলেন, যাঁদের যৌথভাবে তুষিত বলা হয়। মরীচি সপ্তর্ষিদের প্রধান হয়েছিলেন, এবং যজ্ঞ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, তুষিত নামক দেবতাদের থেকে, মরীচি আদি ঋষিদের থেকে, এবং দেবতাদের রাজা যজ্ঞের বংশধরদের থেকে ছয় প্রকার জীবাত্মা উৎপন্ন হয়েছিল, এবং তাঁরা সকলেই ভগবানের আদেশ অনুসারে জীবেদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করার জন্য সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। এই ছয় প্রকার জীব হচ্ছে—মনু, দেব, মনু-পুত্র, অংশাবতার, সুরেশ্বর এবং ঋষি। যজ্ঞ ভগবানের অবতার হওয়ার ফলে, দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৃণামনুবৃত্তং তদন্তরম্ ॥ ৯ ॥

প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত; **উত্তানপাদৌ**—উত্তানপাদ; **মনু-পুত্রৌ**—মনুর পুত্রগণ; **মহা-ওজসৌ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **তৎ**—তাঁদের; **পুত্র**—পুত্র; **পৌত্র**—পৌত্র; **নপ্তৃণাম্**—কন্যার দিকের নাতি; **অনুবৃত্তম্**—অনুসরণ করে; **তৎ-অন্তরম্**—সেই মন্বন্তরে।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন, এবং তাঁদের পুত্র ও পৌত্রেরা সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল।

শ্লোক ১০

দেবহূতিমদাত্তাত কর্দমায়াত্মজাং মনুঃ ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম ॥ ১০ ॥

দেবহূতিম্—দেবহূতি; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **তাত**—হে প্রিয় বৎস; **কর্দমায়**—মহর্ষি কর্দমকে; **আত্মজাম্**—কন্যা; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **তৎ-সম্বন্ধি**—সেই সম্পর্কে; **শ্রুত-প্রায়ম্**—প্রায় পূর্ণরূপে শোনা গিয়েছিল; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **গদতঃ**—উক্ত; **মম**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

হে বৎস! স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা দেবহূতিকে কর্দম মুনির কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। সেই কথা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি, এবং আপনিও তা প্রায় সম্পূর্ণ শ্রবণ করেছেন।

শ্লোক ১১

দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্মনুঃ ।
প্রায়চ্ছদ্যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততো মহান্ ॥ ১১ ॥

দক্ষায়—প্রজাপতি দক্ষকে; **ব্রহ্ম-পুত্রায়**—ব্রহ্মার পুত্র; **প্রসূতিম্**—প্রসূতিকে; **ভগবান্**—মহান ব্যক্তি; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **প্রায়চ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **যৎ-কৃতঃ**—যাঁর দ্বারা করা হয়েছে; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **ত্রি-লোক্যাম্**—তিন লোকে; **বিততঃ**—বিস্তৃত; **মহান্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মার পুত্র এবং প্রজাপতিদের অন্যতম দক্ষের হস্তে দান করেছিলেন। দক্ষের বংশধরেরা ত্রিলোক জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

শ্লোক ১২

যাঃ কর্দমসুতাঃ প্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ ।
তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে ॥ ১২ ॥

যাঃ—যাঁরা; **কর্দম-সুতাঃ**—কর্দমের কন্যারা; **প্রোক্তাঃ**—উল্লেখ করা হয়েছে; **নব**—নয়; **ব্রহ্ম-ঋষি**—চিন্ময় জ্ঞান-সমন্বিত মহর্ষিগণ; **পত্নয়ঃ**—পত্নীগণ; **তাসাম্**—তাঁদের; **প্রসূতি-প্রসবম্**—পুত্র এবং পৌত্রদের বংশ; **প্রোচ্যমানম্**—বর্ণনা করে; **নিবোধ**—বোঝবার চেষ্টা করুন, **মে**—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

আমি আপনাকে কর্দম মুনির নয়টি কন্যার বিষয়ে পূর্বেই বলেছি, যাঁদের নয়জন ব্রহ্মর্ষিকে দান করা হয়েছিল। এখন আমি সেই নয়জন কন্যার বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। দয়া করে আপনি তা আমার কাছে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

তৃতীয় স্কন্ধে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কিভাবে কর্দম মুনি দেবহূতির গর্ভে নয়টি কন্যাসন্তানের জন্মদান করেছিলেন এবং কিভাবে পরবর্তী কালে তাঁদের মরীচি, অত্রি, বশিষ্ঠ আদি নয়জন মহর্ষির হস্তে সম্প্রদান করা হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দমাত্মজা ।
কশ্যপং পূর্ণিমানং চ যয়োরাপূরিতং জগৎ ॥ ১৩ ॥

পত্নী—পত্নী; **মরীচেঃ**—মরীচি নামক ঋষির; **তু**—ও; **কলা**—কলা নামক; **সুষুবে**—জন্ম দিয়েছিল; **কর্দম-আত্মজা**—কর্দম মুনির কন্যা; **কশ্যপম্**—কশ্যপ নামক; **পূর্ণিমানম্ চ**—এবং পূর্ণিমা নামক; **যয়োঃ**—যাঁর দ্বারা; **আপূরিতম্**—সর্বত্র পূর্ণ হয়েছিল; **জগৎ**—বিশ্ব।

অনুবাদ

কর্দম মুনির কন্যা কলা, মরীচির সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছিল, তিনি কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামক দুটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। তাঁদের বংশধরেরা সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৪

পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগং চ পরন্তপ ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্যাভূৎসরিদ্দিবঃ ॥ ১৪ ॥

পূর্ণিমা—পূর্ণিমা; **অসূত**—উৎপন্ন হয়েছিল; **বিরজম্**—বিরজ নামক এক পুত্র; **বিশ্বগম্ চ**—এবং বিশ্বগ নামক; **পরম্-তপ**—হে শত্রু-সংহারক; **দেবকুল্যাম্**—দেবকুল্যা নামক একটি কন্যা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পাদ-শৌচাৎ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম-ধৌত জলের দ্বারা; **যা**—তিনি; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সরিৎ দিবঃ**—গঙ্গার তটের অন্তর্গত দিব্য জল।

অনুবাদ

হে বিদুর! কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামক দুই সন্তানের মধ্যে পূর্ণিমার বিরজ, বিশ্বগ এবং দেবকুল্যা নামক তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দেবকুল্যা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-ধৌত জল, যা পরবর্তী কালে স্বর্গলোকে গঙ্গায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কশ্যপ এবং পূর্ণিমা এই দুই সন্তানের মধ্যে এখানে পূর্ণিমার বংশধরদের বর্ণনা করা হয়েছে। এই বংশধরদের বিস্তৃত বর্ণনা ষষ্ঠ স্কন্ধে দেওয়া হবে। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, দেবকুল্যা হচ্ছেন গঙ্গানদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এই নদী স্বর্গলোক থেকে এই লোকে নেমে এসেছে এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করার ফলে, তাকে পবিত্র বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ১৫

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীঞ্জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্ ।
দত্তং দুর্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ ॥ ১৫ ॥

অত্রেঃ—অত্রি মুনির; **পত্নী**—পত্নী; **অনসূয়া**—অনসূয়া নামক; **ত্রীন্**—তিন; **জজ্ঞে**—বহন করেছিল; **সু-যশসঃ**—অত্যন্ত যশস্বী; **সুতান্**—পুত্রগণ; **দত্তম্**—দত্তাত্রেয়; **দুর্বাসসম্**—দুর্বাসা; **সোমম্**—সোম (চন্দ্র-দেবতা); **আত্ম**—পরমাত্মা; **ঈশ**—শ্রীশিব; **ব্রহ্ম**—শ্রীব্রহ্মা; **সম্ভবান্**—অবতার।

অনুবাদ

অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়া তিনজন অতি প্রসিদ্ধ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যথা—সোম, দত্তাত্রেয় এবং দুর্বাসা, যাঁরা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের অংশাবতার। সোম ব্রহ্মার, দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর এবং দুর্বাসা শিবের অংশাবতার ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা *আত্ম-ঈশ-ব্রহ্ম-সম্ভবান্* শব্দগুলি দেখতে পাই। *আত্ম* মানে পরমাত্মা বা বিষ্ণু, *ঈশ* মানে হচ্ছে শ্রীশিব, এবং *ব্রহ্ম* মানে হচ্ছে চতুর্মুখ শ্রীব্রহ্মা। অনসূয়ার তিন পুত্র—দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা এবং সোম, এই তিনজন দেবতার অংশাবতার। *আত্ম,* দেবতা অথবা জীবের পর্যায়ভুক্ত নন, কারণ তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু; তাই তাঁকে *বিভিন্নাংশ-ভূতানাম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মা বা বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জীবের, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবেরও বীজ-প্রদানকারী পিতা। *আত্ম* শব্দটির আর একটি অর্থ এইভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে—যে তত্ত্ব পরমাত্মারূপে প্রত্যেক আত্মায় রয়েছেন, অথবা যিনি সকলের আত্মা, তিনি দত্তাত্রেয়রূপে প্রকট হয়েছেন, কারণ এখানে *অংশ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ভগবদ্গীতায় জীবাত্মাকেও পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মার অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলে দত্তাত্রেয়কে সেই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে না কেন? শিব এবং ব্রহ্মাকেও এখানে অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং তাঁদের সকলকেই সাধারণ জীবাত্মা বলে স্বীকার করা হচ্ছে না কেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, বিষ্ণুর প্রকাশ এবং সাধারণ জীব নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, কিন্তু অংশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। *বরাহ পুরাণে* সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কতকগুলি অংশ হচ্ছে *স্বাংশ* এবং অন্যগুলি *বিভিন্নাংশ* । *বিভিন্নাংশ* অংশদের বলা হয় *জীব,* এবং *স্বাংশ* অংশদের বলা হয় *বিষ্ণুতত্ত্ব* । এই বিভিন্নাংশ জীবদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। তা *বিষ্ণু পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে, যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের স্বতন্ত্র বিভিন্ন অংশগুলি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। এই সমস্ত স্বতন্ত্র বিভিন্ন অংশ, যারা ভগবানের সৃষ্টির যে-কোন স্থানে বিচরণ করতে পারে, তাদের বলা হয় *সর্ব-গত* এবং তারা জড়-জাগতিক অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তারা বিভিন্ন গুণের বশীভূত হয়ে, তাদের নিজেদের কর্ম অনুসারে অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত হয়। যেমন, তমোগুণে স্থিত জীবের ক্লেশ থেকে সত্ত্বগুণে স্থিত জীবের ক্লেশ কম। কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সমস্ত জীবের

জন্মগত অধিকার, কারণ প্রতিটি জীবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের চেতনাও তার বিভিন্ন অংশে রয়েছে, এবং সেই চেতনা যে অনুপাত অনুসারে জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়, জীবাত্মারা সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠিত হয়। *বেদান্ত-সূত্রে* বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাত্মাদের ভিন্ন ভিন্ন দীপ্তি-সমন্বিত প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন, কোন কোন ইলেকট্রিক বাল্‌বের এক হাজার প্রদীপের শক্তি রয়েছে, অন্য কয়েকটির পাঁচ শত দীপের শক্তি রয়েছে, অন্য আর কতকগুলির এক শত দীপের, পঞ্চাশ দীপের ইত্যাদি, কিন্তু সব কটি ইলেকট্রিক বাল্‌বেরই আলো রয়েছে। তবে, তাদের দীপ্তির মাত্রার তারতম্য রয়েছে। তেমনই, ব্রহ্মের শ্রেণী-বিভাগ হয়েছে। বিভিন্ন বিষ্ণুরূপে পরমেশ্বর ভগবানের স্বাংশ প্রকাশ দীপের মতো, শিবও একটি দীপের মতো, এবং পরম দীপশক্তি বা শতকরা একশত ভাগ দীপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুতত্ত্বদের মধ্যে শতকরা চুরানব্বই ভাগ রয়েছে, শিবতত্ত্বে শতকরা চুরাশি ভাগ রয়েছে, এবং ব্রহ্মার মধ্যে শতকরা আটাত্তর ভাগ রয়েছে। জীবেরাও ব্রহ্মার মতো কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তাদের দীপ্তি আরও স্তিমিত। নিঃসন্দেহে ব্রহ্মের শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে, এবং তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। তাই *আত্মেশ-ব্রহ্ম-সম্ভবান্* শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, দত্তাত্রেয় ছিলেন সরাসরিভাবে শ্রীবিষ্ণুর অবতার, এবং দুর্বাসা ও সোম যথাক্রমে শিব ও ব্রহ্মার অংশ।

শ্লোক ১৬

বিদুর উবাচ

অত্রের্গৃহে সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষবো জাতা এতদাখ্যাহি মে গুরো ॥ ১৬ ॥

বিদুরঃ উবাচ—শ্রীবিদুর বললেন; **অত্রেঃ গৃহে**—অত্রির গৃহে; **সুর-শ্রেষ্ঠাঃ**—প্রধান দেবতাগণ; **স্থিতি**—পালন; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অন্ত**—বিনাশ; **হেতবঃ**—কারণ; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **চিকীর্ষবঃ**—করার ইচ্ছা করে; **জাতাঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **এতৎ**—এই; **আখ্যাহি**—বলুন; **মে**—আমাকে; **গুরো**—হে গুরুদেব।

অনুবাদ

তা শোনার পর, বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে গুরুদেব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যাঁরা সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা, তাঁরা অত্রি মুনির পত্নীর সন্তান কিভাবে হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

বিদুরের এই অনুসন্ধিৎসা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমাত্মা, ব্রহ্মা এবং শিব যখন অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়ার শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন নিশ্চয়ই কোন মহান উদ্দেশ্য ছিল। তা না হলে, কেন তাঁরা এইভাবে আবির্ভূত হবেন?

শ্লোক ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

ব্রহ্মণা চোদিতঃ সৃষ্টাবত্রির্ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
সহ পত্ন্যা যযাবৃক্ষং কুলাদ্রি তপসি স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বললেন; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **সৃষ্টৌ**—সৃষ্টির জন্য; **অত্রিঃ**—অত্রি; **ব্রহ্ম-বিদাম্**—ব্রহ্মজ্ঞান-সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **সহ**—সঙ্গে; **পত্ন্যা**—পত্নী; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **ঋক্ষম্**—ঋক্ষ নামক পর্বতে; **কুল-অদ্রিম্**—বিশাল পর্বত; **তপসি**—তপস্যার জন্য; **স্থিতঃ**—অবস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—অত্রি মুনি যখন অনসূয়াকে বিবাহ করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দেন। তখন অত্রি মুনি তাঁর পত্নী সহ কঠোর তপস্যা করার জন্য ঋক্ষ নামক পর্বতের উপত্যকায় গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

তস্মিন্ প্রসূনস্তবকপলাশাশোককাননে ।
বার্ভিঃ স্রবদ্ভিরুদ্ঘুষ্টে নির্বিন্ধ্যায়াঃ সমন্ততঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্—তাতে; **প্রসূন-স্তবক**—ফুলের গুচ্ছ; **পলাশ**—পলাশ বৃক্ষ; **অশোক**—অশোক বৃক্ষ; **কাননে**—বনের উদ্যানে; **বার্ভিঃ**—জলের দ্বারা; **স্রবদ্ভিঃ**—প্রবাহিত; **উদ্ঘুষ্টে**—ধ্বনিতে; **নির্বিন্ধ্যায়াঃ**—নির্বিন্ধ্যা নদীর; **সমন্ততঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

সেই পর্বতের উপত্যকায় নির্বিন্ধ্যা নামক নদী প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীর তটে অশোক, পলাশ আদি পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত ছিল, এবং সেখানে ঝরনার জল সর্বদা মধুর ধ্বনি উৎপন্ন করে প্রবাহিত হচ্ছিল। পতি এবং পত্নী সেই অতি সুন্দর স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো বর্ষশতং মুনিঃ ।
অতিষ্ঠদেকপাদেন নির্দ্বন্দ্বোঽনিলভোজনঃ ॥ ১৯ ॥

প্রাণায়ামেন—প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা; **সংযম্য**—নিয়ন্ত্রণ করে; **মনঃ**—মন; **বর্ষ-শতম্**—এক শত বছর; **মুনিঃ**—মহর্ষি; **অতিষ্ঠৎ**—সেখানে ছিলেন; **এক-পাদেন**—এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে; **নির্দ্বন্দ্বঃ**—দ্বৈতভাব বিনা; **অনিল**—বায়ু; **ভোজনঃ**—আহার করে।

অনুবাদ

সেই মহর্ষি সেখানে প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে একাগ্র করেছিলেন। এবং এইভাবে তাঁর সমস্ত আসক্তি সংযত করে, এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে, কেবল বায়ু আহার করে এক শত বছর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২০

শরণং তং প্রপদ্যেঽহং য এব জগদীশ্বরঃ ।
প্রজামাত্মসমাং মহ্যং প্রযচ্ছত্বিতি চিন্তয়ন্ ॥ ২০ ॥

শরণম্—আশ্রয় গ্রহণ করে; **তম্**—তাঁর; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হয়েছি; **অহম্**—আমি; **যঃ**—যিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **জগৎ-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত জগতের প্রভু; **প্রজাম্**—পুত্র; **আত্ম-সমাম্**—তাঁরই মতো; **মহ্যম্**—আমাকে; **প্রযচ্ছতু**—তিনি প্রদান করুন; **ইতি**—এইভাবে; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে।

অনুবাদ

তিনি কামনা করেছিলেন—আমি যাঁর শরণ গ্রহণ করেছি, সেই জগদীশ্বর কৃপাপূর্বক আমাকে ঠিক তাঁরই মতো একটি পুত্র প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এখানে মনে হয় যে, মহর্ষি অত্রি মুনির পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না। তিনি অবশ্যই বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, একজন পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে, যিনি এই সৃষ্ট জগৎ পালন করেন, এবং প্রলয়ের পরে যাঁর মধ্যে সমগ্র জগৎ লীন হয়ে যাবে। *যতো বা ইমানি ভূতানি* (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ৩/১/১)। বৈদিক মন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রদান করে, অতএব অত্রি মুনি তাঁর নাম না জানলেও, সেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর মনকে একাগ্র করে, ঠিক তাঁরই মতো একটি পুত্র লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবানের নাম পর্যন্ত না জেনে যে ভগবদ্ভক্তি, সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। ভগবান সেখানে বলেছেন যে, চার প্রকার সুকৃতিসম্পন্ন মানুষ তাঁদের ঈপ্সিত বস্তু লাভের আশায় তাঁর ভজনা করেন। অত্রি মুনি ঠিক ভগবানের মতো একটি পুত্র কামনা করেছিলেন, এবং তাই বোঝা যায় যে, তিনি শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না, কারণ তাঁর বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষ ছিল, এবং সেই বাসনাটি ছিল জড়-জাগতিক। যদিও তিনি ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো একটি পুত্র কামনা করেছিলেন, সেই বাসনাটি ছিল জড়-জাগতিক, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে চাননি, ঠিক তাঁর মতো একটি পুত্র চেয়েছিলেন। তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে কামনা করতেন, তা হলে তিনি সমস্ত জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতেন, কারণ তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকেই কামনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর মতো একটি পুত্র চেয়েছিলেন, তাই তাঁর সেই বাসনা ছিল জড়-জাগতিক। সেই জন্য অত্রি মুনিকে শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে গণনা করা যায় না।

শ্লোক ২১

তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্নিনা ।
নির্গতেন মুনের্মূর্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ ॥ ২১ ॥

তপ্যমানম্—তপস্যা করার সময়; **ত্রি-ভুবনম্**—ত্রিভুবন; **প্রাণায়াম্**—প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা; **এধসা**—ইন্ধন; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **নির্গতেন**—নির্গত হয়ে; **মুনেঃ**—মুনির; **মূর্ধ্নঃ**—মস্তকের উপরিভাগ; **সমীক্ষ্য**—দেখে; **প্রভবঃ ত্রয়ঃ**—তিনজন মহান দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর)।

অনুবাদ

অত্রি মুনি যখন এইভাবে কঠোর তপস্যায় যুক্ত ছিলেন, তখন প্রাণায়ামের প্রভাবে তাঁর মস্তক থেকে এক প্রজ্বলিত অগ্নি নির্গত হয়েছিল, এবং ত্রিভুবনের তিনজন মুখ্য দেবতা সেই অগ্নি দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, প্রাণায়ামের অগ্নি হচ্ছে মানসিক তৃপ্তি। পরমাত্মা বিষ্ণু সেই অগ্নি দর্শন করেছিলেন এবং তার ফলে ব্রহ্মা এবং শিবও তা দর্শন করেছিলেন। প্রাণায়ামের দ্বারা অত্রি মুনি পরমাত্মা বা জগদীশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জগতের ঈশ্বর হচ্ছেন বাসুদেব *(বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি)*, এবং, বাসুদেবের নির্দেশনায় শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীশিব কার্য করেন। তাই, বাসুদেবের নির্দেশে, ব্রহ্মা এবং শিব অত্রি মুনির কঠোর তপস্যা দর্শন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা প্রসন্ন হয়ে নীচে নেমে এসেছিলেন, যে-কথা পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

অপ্সরোমুনিগন্ধর্বসিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ ।
বিতায়মানযশসস্তদাশ্রমপদং যযুঃ ॥ ২২ ॥

অপ্সরঃ—স্বর্গের অপ্সরারা; **মুনি**—মহান ঋষিগণ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা; **সিদ্ধ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা; **বিদ্যাধর**—অন্যান্য দেবতারা; **উরগৈঃ**—নাগলোকের অধিবাসীরা; **বিতায়মান**—বিস্তৃত হয়ে; **যশসঃ**—যশ, খ্যাতি; **তৎ**—তাঁর; **আশ্রম-পদম্**—আশ্রম; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

সেই সময়ে, অপ্সরা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ প্রভৃতি স্বর্গবাসীগণ সহ তিন দেবতা অত্রি মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। তপস্যার প্রভাবে বিখ্যাত সেই মহর্ষির আশ্রমে তাঁরা এইভাবে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সাহিত্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের

ঈশ্বর। তিনি পরমাত্মারূপে পরিচিত, এবং কেউ যখন পরমাত্মার আরাধনা করেন, তখন ব্রহ্মা, শিব আদি অন্যান্য দেবতারাও শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে আসেন, কারণ তাঁরা পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত।

শ্লোক ২৩

তৎপ্রাদুর্ভাবসংযোগবিদ্যোতিতমনা মুনিঃ ।
উত্তিষ্ঠন্নেকপাদেন দদর্শ বিবুধর্ষভান্ ॥ ২৩ ॥

তৎ—তাঁদের; **প্রাদুর্ভাব**—আবির্ভাব; **সংযোগ**—একসঙ্গে; **বিদ্যোতিত**—প্রকাশিত; **মনাঃ**—মনে; **মুনিঃ**—মহামুনি; **উত্তিষ্ঠন্**—জাগ্রত হয়ে; **এক-পাদেন**—এক পায়ে; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **বিবুধ**—দেবতারা; **ঋষভান্**—মহাপুরুষগণ।

অনুবাদ

ঋষি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু সেই তিনজন দেবতাদের একত্রে তাঁর কাছে আসতে দেখে, তিনি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, অত্যন্ত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক পায়ে তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমাবুপতস্থেঽর্হণাঞ্জলিঃ ।
বৃষহংসসুপর্ণস্থান্ স্বৈঃ স্বৈশ্চিহ্নৈশ্চ চিহ্নিতান্ ॥ ২৪ ॥

প্রণম্য—প্রণতি নিবেদন করে; **দণ্ড-বৎ**—দণ্ডবৎ; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **উপতস্থে**—পতিত হয়েছিলেন; **অর্হণ**—পূজার সমস্ত উপচার; **অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **বৃষ**—ষাঁড়; **হংস**—হংস; **সুপর্ণ**—গরুড় পাখি; **স্থান্**—স্থিত; **স্বৈঃ**—নিজের; **স্বৈঃ**—নিজের; **চিহ্নৈঃ**—চিহ্নের দ্বারা; **চ**—এবং; **চিহ্নিতান্**—চিনতে পারা গিয়েছিল।

অনুবাদ

তার পর তিনি সেই তিনজন দেবতাদের বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন, যাঁরা তাঁদের বাহন—বৃষ, হংস ও গরুড়ে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের হাতে ডমরু, কুশ ঘাস ও চক্র ছিল। মুনি ভূমিতে পতিত হয়ে, তাঁদের দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

দণ্ডের মতো পতিত হয়ে যখন প্রণতি নিবেদন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় *দণ্ডবৎ* । গুরুজনদের সম্মুখে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করতে হয়, এবং এই প্রকার শ্রদ্ধা নিবেদনকে বলা হয় *দণ্ডবৎ* । অত্রি ঋষি সেইভাবেই সেই তিনজন দেবতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের বাহন এবং চিহ্নের দ্বারা তাঁদের চেনা যায়। সেই সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের উপর আসীন ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল চক্র, ব্রহ্মা হংসের উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল কুশ ঘাস, এবং শিব বৃষের উপর আসীন ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল ডমরু। অত্রি ঋষি তাঁদের চিহ্ন এবং বাহন দেখে তাঁদের চিনতে পেরেছিলেন, এবং তিনি এইভাবে তাঁদের বন্দনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

কৃপাবলোকেন হসদ্বদনেনোপলম্ভিতান্ ।
তদ্রোচিষা প্রতিহতে নিমীল্য মুনিরক্ষিণী ॥ ২৫ ॥

কৃপা-অবলোকেন—কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করে; **হসৎ**—হেসে; **বদনেন**—মুখে; **উপলম্ভিতান্**—অত্যন্ত প্রসন্নভাবে; **তৎ**—তাঁদের; **রোচিষা**—উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা; **প্রতিহতে**—চোখ ঝলসে গিয়েছিল; **নিমীল্য**—নিমীলিত করে; **মুনিঃ**—মুনি; **অক্ষিণী**—তাঁর চক্ষু।

অনুবাদ

সেই তিনজন দেবতাকে তাঁর প্রতি প্রসন্ন দেখে অত্রি মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁদের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় তাঁর চোখ ঝলসে গিয়েছিল, এবং তাই তিনি সেই সময় তাঁর নেত্র নিমীলিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু সেই দেবতারা হাসছিলেন, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। তাঁদের দেহনির্গত তীব্র জ্যোতি তাঁর চোখে অসহনীয় ছিল, তাই তিনি কিছুক্ষণের জন্য তাঁর চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

চেতস্তৎপ্রবণং যুঞ্জন্নস্তাবীৎসংহতাঞ্জলিঃ ।
শ্লক্ষ্ণয়া সূক্তয়া বাচা সর্বলোকগরীয়সঃ ॥ ২৬ ॥

অত্রিরুবাচ

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু বিভজ্যমানৈ-
র্মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ ।
তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোঽস্ম্যহং ব-
স্তেভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহূতঃ ॥ ২৭ ॥

চেতঃ—হৃদয়; **তৎ-প্রবণম্**—তাঁদের উপর নিবদ্ধ হয়ে; **যুঞ্জন্**—করে; **অস্তাবীৎ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **সংহত-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—ভাব-বিহ্বল হয়ে; **সূক্তয়া**—প্রার্থনা; **বাচা**—শব্দ; **সর্ব-লোক**—সমস্ত জগৎ জুড়ে; **গরীয়সঃ**—সম্মানীয়; **অত্রিঃ উবাচ**—অত্রি বলেছিলেন; **বিশ্ব**—জগৎ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়েষু**—প্রলয়ে; **বিভজ্যমানৈঃ**—বিভক্ত হয়ে; **মায়া-গুণৈঃ**—প্রকৃতির বাহ্য গুণের দ্বারা; **অনুযুগম্**—বিভিন্ন কল্প অনুসারে; **বিগৃহীত**—ধারণ করেছেন; **দেহাঃ**—শরীর; **তে**—তাঁরা; **ব্রহ্ম**—শ্রীব্রহ্মা; **বিষ্ণু**—ভগবান বিষ্ণু; **গিরিশাঃ**—শ্রীশিব; **প্রণতঃ**—অবনত; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **বঃ**—আপনাদের; **তেভ্যঃ**—তাঁদের থেকে; **কঃ**—কে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভবতাম্**—আপনাদের মধ্যে; **মে**—আমার দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **উপহূতঃ**—আহূত।

অনুবাদ

কিন্তু যেহেতু তাঁর হৃদয় পূর্বেই সেই দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তাই তিনি কোনক্রমে সচেতন হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান দেবতাদের বন্দনা করতে লাগলেন। মহর্ষি অত্রি বললেন—হে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীশিব, আপনারা প্রকৃতির তিন গুণ স্বীকার করে তিন ভাগে আপনাদেরকে বিভক্ত করেছেন, যেভাবে আপনারা প্রতি কল্পে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য করে থাকেন। আমি আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, আমার প্রার্থনার দ্বারা আপনাদের তিনজনের মধ্যে কাকে আমি আহ্বান করেছি।

তাৎপর্য

অত্রি ঋষি জগদীশ্বর অর্থাৎ সমগ্র জগতের প্রভুকে আহ্বান করেছিলেন। ভগবান নিশ্চয়ই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, তা না হলে তিনি কিভাবে জগতের ঈশ্বর হতে পারেন? কেউ যখন একটি বিরাট বাড়ি বানায়, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সেই বাড়িটি তৈরি করার পূর্বে তিনি ছিলেন। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চয়ই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। কিন্তু জানা যায় যে, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের, ব্রহ্মা রজোগুণের এবং শিব তমোগুণের অধ্যক্ষ। তাই অত্রি মুনি বলেছেন, "সেই জগদীশ্বর অবশ্যই আপনাদের মধ্যে কোন একজন, কিন্তু যেহেতু আপনারা তিন জন এসেছেন, আমি বুঝতে পারছি না কাকে আমি আহ্বান করেছি। আপনারা সকলেই অত্যন্ত কৃপাময়। দয়া করে আমাকে বলুন প্রকৃত জগদীশ্বর কে।" বাস্তবিকপক্ষে, অত্রি ঋষি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জগদীশ্বর মায়ার দ্বারা সৃষ্ট কোন প্রাণী হতে পারেন না। তিনি কাকে আহ্বান করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ছিল। তাই তিনি তাঁদের তিনজনের কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন, "দয়া করে আমাকে বলুন ব্রহ্মাণ্ডের অপ্রাকৃত অধীশ্বর কে।" অবশ্য তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তাঁরা তিনজনেই জগদীশ্বর হতে পারেন না, তবে জগদীশ্বর তাঁদের তিনজনের মধ্যে কোন একজন হবেন।

শ্লোক ২৮

একো ময়েহ ভগবান্ বিবিধপ্রধানৈ-
শ্চিত্তীকৃতঃ প্রজননায় কথং নু যূয়ম্ ।
অত্রাগতাস্তনুভৃতাং মনসোঽপি দূরাদ্
ব্রূত প্রসীদত মহানিহ বিস্ময়ো মে ॥ ২৮ ॥

একঃ—এক; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **ভগবান্**—মহান ব্যক্তি; **বিবিধ**—অনেক প্রকার; **প্রধানৈঃ**—সামগ্রীর দ্বারা; **চিত্তী-কৃতঃ**—মনে স্থির করে; **প্রজননায়**—সন্তান উৎপাদনের জন্য; **কথম্**—কেন; **নু**—কিন্তু; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **অত্র**—এখানে; **আগতাঃ**—এসেছেন; **তনু-ভৃতাম্**—দেহীর; **মনসঃ**—মন; **অপি**—যদিও; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **ব্রূত**—দয়া করে বলুন; **প্রসীদত**—আমার প্রতি কৃপাপূর্বক; **মহান্**—অত্যন্ত মহৎ; **ইহ**—এই; **বিস্ময়ঃ**—সংশয়; **মে**—আমার।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবানের মতো পুত্র লাভের বাসনা করে তাঁকে আহ্বান করেছি, এবং আমি কেবল তাঁরই কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু যদিও তিনি মানুষের মনের কল্পনার অতীত, তবুও আপনারা তিনজন এখানে এসেছেন। দয়া করে আমাকে বলুন কিভাবে আপনারা এসেছেন, কারণ সেই বিষয়ে আমি অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছি।

তাৎপর্য

অত্রি মুনি সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে অবগত ছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জগতের ঈশ্বর, তাই তিনি একজন পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং, তাঁদের তিনজনকে আবির্ভূত হতে দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্তে বিবুধর্ষভাঃ ।
প্রত্যাহুঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রহস্য তমৃষিং প্রভো ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **তস্য**—তাঁর; **বচঃ**—বাণী; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ত্রয়ঃ তে**—তাঁরা তিনজন; **বিবুধ**—দেবতা; **ঋষভাঃ**—প্রধান; **প্রত্যাহুঃ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **শ্লক্ষ্ণয়া**—স্নিগ্ধ; **বাচা**—স্বরে; **প্রহস্য**—হেসে; **তম্**—তাঁকে; **ঋষিম্**—মহর্ষিকে; **প্রভো**—হে শক্তিমান।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—অত্রি মুনির সেই কথা শুনে, তিনজন মহান দেবতা মৃদু হেসেছিলেন, এবং তাঁরা মধুর স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

দেবা ঊচুঃ

যথা কৃতস্তে সঙ্কল্পো ভাব্যং তেনৈব নান্যথা ।
সৎসঙ্কল্পস্য তে ব্রহ্মন্ যদ্বৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্ ॥ ৩০ ॥

দেবাঃ উচুঃ—দেবতারা উত্তর দিলেন; **যথা**—যেমন; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **তে**—তোমার দ্বারা; **সঙ্কল্পঃ**—সঙ্কল্প; **ভাব্যম্**—হওয়া উচিত; **তেন এব**—তার দ্বারা; **ন অন্যথা**—অন্যভাবে নয়; **সৎ-সঙ্কল্পস্য**—যার সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হয় না; **তে**—তোমার; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **যৎ**—যা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ধ্যায়তি**—ধ্যান করে; **তে**—তাঁরা সকলে; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

তিনজন দেবতা অত্রি মুনিকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ! তুমি সত্যসঙ্কল্প, এবং তাই তুমি যা চেয়েছ, তা হবে; তার কোন অন্যথা হবে না। আমরা সকলেই সেই পুরুষ যাঁর ধ্যান তুমি করেছ, এবং তাই আমরা সকলে তোমার কাছে এসেছি।

তাৎপর্য

জগদীশ্বর সম্বন্ধে এবং তাঁর রূপ সম্বন্ধে অত্রি মুনির কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, এবং তাই তিনি অনিশ্চিতভাবে পরমেশ্বর ভগবান জগদীশ্বরের চিন্তা করেছিলেন। যাঁর নিঃশ্বাস থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয় এবং তাঁর মধ্যে পুনরায় লীন হয়ে যায়, সেই মহাবিষ্ণুকে জগদীশ্বর বলে স্বীকার করা যেতে পারে। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যাঁর নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাঁকেও জগদীশ্বর বলে মনে করা যেতে পারে। তেমনই, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, তাঁকেও জগদীশ্বর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তার পর, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বিষ্ণুরূপ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর নির্দেশে, ব্রহ্মা এবং শিবকেও জগতের ঈশ্বর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিষ্ণু হচ্ছেন জগতের ঈশ্বর কারণ তিনি তা পালন করেন। তেমনই, ব্রহ্মা বিভিন্ন লোক এবং প্রজা সৃষ্টি করেন, তাই তাঁকেও জগদীশ্বর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অথবা শিব, যিনি চরমে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন, তাঁকেও ঈশ্বর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অতএব, অত্রি মুনি যেহেতু বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি কাকে তিনি চেয়েছিলেন, তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—তাঁরা তিনজনেই তাঁর সম্মুখে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "যেহেতু তুমি ঠিক জগদীশ্বরের মতো পুত্র কামনা করেছ, তোমার সেই সঙ্কল্প সার্থক হবে।" পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানুষের ভক্তির বল অনুসারে তার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) যেমন বলা হয়েছে—*যান্তি দেব-ব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃ-ব্রতাঃ*। কেউ যদি কোন বিশেষ দেবতার প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তিনি সেই দেবতার লোকে উন্নীত হবেন; কেউ যদি পিতা বা পূর্বপুরুষদের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তিনি তাঁদের

লোকে উন্নীত হবেন; এবং কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তিনি কৃষ্ণলোকে উন্নীত হবেন। জগদীশ্বর সম্বন্ধে অত্রি মুনির কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই তিনজন প্রধান দেবতা, যাঁরা জগতের তিনটি গুণের অধ্যক্ষ, তাঁরা তিনজনেই তাঁর কাছে এসেছিলেন। এখন, তাঁর পুত্র লাভের সঙ্কল্পের বল অনুসারে, তাঁর বাসনা ভগবানের কৃপায় পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৩১

অথাস্মদংশভূতাস্তে আত্মজা লোকবিশ্রুতাঃ ।
ভবিতারোঽঙ্গ ভদ্রং তে বিস্রক্ষ্যন্তি চ তে যশঃ ॥ ৩১ ॥

অথ—অতএব; **অস্মৎ**—আমাদের; **অংশ-ভূতাঃ**—অংশ-প্রকাশ; **তে**—তোমার; **আত্মজাঃ**—পুত্র; **লোক-বিশ্রুতাঃ**—এই জগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; **ভবিতারঃ**—ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে; **অঙ্গ**—হে মহর্ষি; **ভদ্রম্**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **তে**—তোমাকে; **বিস্রক্ষ্যন্তি**—বিস্তৃত হবে; **চ**—ও; **তে**—তোমার; **যশঃ**—খ্যাতি।

অনুবাদ

আমাদের শক্তির অংশ-স্বরূপ পুত্র তুমি লাভ করবে, এবং যেহেতু আমরা তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি, তাই তোমার সেই পুত্রেরা সমগ্র জগৎ জুড়ে তোমার যশ বিস্তার করবে।

শ্লোক ৩২

এবং কামবরং দত্ত্বা প্রতিজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ ।
সভাজিতাস্তয়োঃ সম্যগ্‌দম্পত্যোর্মিষতোস্ততঃ ॥ ৩২ ॥

এবম্—এইভাবে; **কাম-বরম্**—অভিলষিত বর; **দত্ত্বা**—দান করে; **প্রতিজগ্মুঃ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **সুর-ঈশ্বরাঃ**—প্রধান দেবতারা; **সভাজিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **তয়োঃ**—তাঁরা যখন; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **দম্পত্যোঃ**—পতি এবং পত্নী; **মিষতোঃ**—দেখছিলেন; **ততঃ**—সেখান থেকে।

অনুবাদ

এইভাবে, অত্রি মুনিকে তাঁর অভিলষিত বর প্রদান করে, সেই তিনজন সুরেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সেই দম্পতির দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

শ্লোক ৩৩

সোমোঽভূদ্ব্রহ্মণোঽংশেন দত্তো বিষ্ণোস্তু যোগবিৎ ।
দুর্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশো নিবোধাঙ্গিরসঃ প্রজাঃ ॥ ৩৩ ॥

সোমঃ—চন্দ্রলোকের অধিপতি; **অভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **অংশেন**—অংশ থেকে; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **তু**—কিন্তু; **যোগ-বিৎ**—অত্যন্ত শক্তিশালী যোগী; **দুর্বাসাঃ**—দুর্বাসা; **শঙ্করস্য অংশঃ**—শিবের অংশ; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **অঙ্গিরসঃ**—মহর্ষি অঙ্গিরার; **প্রজাঃ**—বংশধর।

অনুবাদ

তার পর ব্রহ্মার অংশ থেকে সোমের জন্ম হয়েছিল; বিষ্ণুর অংশ থেকে মহাযোগী দত্তাত্রেয়র জন্ম হয়েছিল, এবং শঙ্করের অংশ থেকে দুর্বাসার জন্ম হয়েছিল। এখন আপনি আমার কাছ থেকে অঙ্গিরার অনেক পুত্র সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৩৪

শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ ।
সিনীবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা ॥ ৩৪ ॥

শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; **তু**—কিন্তু; **অঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরা ঋষির; **পত্নী**—পত্নী; **চতস্রঃ**—চার; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **কন্যকাঃ**—কন্যা; **সিনীবালী**—সিনীবালী; **কুহূঃ**—কুহূ; **রাকা**—রাকা; **চতুর্থী**—চতুর্থ; **অনুমতিঃ**—অনুমতি; **তথা**—ও।

অনুবাদ

অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা চারটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতি।

শ্লোক ৩৫

তৎপুত্রাবপরাবাস্তাং খ্যাতৌ স্বারোচিষেঽন্তরে ।
উতথ্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্ব্রহ্মিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৫ ॥

তৎ—তাঁর; **পুত্রৌ**—পুত্র; **অপরৌ**—অন্য; **আস্তাম্**—জন্ম হয়েছিল; **খ্যাতৌ**—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; **স্বারোচিষে**—স্বারোচিষ মন্বন্তরে; **অন্তরে**—মনুর; **উতথ্যঃ**—উতথ্য;

ভগবান্—অত্যন্ত শক্তিশালী; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্রহ্মিষ্ঠঃ চ**—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে পূর্ণরূপে উন্নত; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি।

অনুবাদ

এই চারটি কন্যা ব্যতীত তাঁর আরও দুটি পুত্র হয়েছিল। তাঁদের একজনের নাম উতথ্য, এবং অন্যজন হচ্ছেন পরম বিদ্বান বৃহস্পতি।

শ্লোক ৩৬

পুলস্ত্যোঽজনয়ৎপত্ন্যামগস্ত্যং চ হবির্ভুবি ।
সোঽন্যজন্মনি দহ্রাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৩৬ ॥

পুলস্ত্যঃ—ঋষি পুলস্ত্য; **অজনয়ৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **পত্ন্যাম্**—তাঁর পত্নীতে; **অগস্ত্যম্**—মহর্ষি অগস্ত্য; **চ**—ও; **হবির্ভুবি**—হবির্ভূ; **সঃ**—তিনি (অগস্ত্য); **অন্য-জন্মনি**—পরবর্তী জন্মে; **দহ্র-অগ্নিঃ**—জঠরাগ্নি; **বিশ্রবাঃ**—বিশ্রবা; **চ**—এবং; **মহা-তপাঃ**—তপস্যার প্রভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

পুলস্ত্য তাঁর পত্নী হবির্ভূর মাধ্যমে অগস্ত্য নামক এক পুত্র লাভ করেছিলেন, যিনি পরবর্তী জন্মে দহ্রাগ্নি হয়েছিলেন। তা ছাড়া পুলস্ত্যের আর একটি মহান সাধু প্রকৃতির পুত্র হয়েছিল, যার নাম ছিল বিশ্রবা।

শ্লোক ৩৭

তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিড়বিড়াসুতঃ ।
রাবণ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্য—তাঁর; **যক্ষ-পতিঃ**—যক্ষদের রাজা; **দেবঃ**—দেবতা; **কুবেরঃ**—কুবের; **তু**—এবং; **ইড়বিড়া**—ইড়বিড়ার; **সুতঃ**—পুত্র; **রাবণঃ**—রাবণ; **কুম্ভকর্ণঃ**—কুম্ভকর্ণ; **চ**—ও; **তথা**—এইভাবে; **অন্যস্যাম্**—অন্য; **বিভীষণঃ**—বিভীষণ।

অনুবাদ

বিশ্রবার দুই পত্নী ছিলেন। প্রথম পত্নী ইড়বিড়া থেকে যক্ষপতি কুবেরের জন্ম হয়েছিল, এবং অন্য পত্নী কেশিনী থেকে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, এই তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

পুলহস্য গতির্ভার্যা ত্রীনসূত সতী সুতান্ ।
কর্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুং চ মহামতে ॥ ৩৮ ॥

পুলহস্য—পুলহের; **গতিঃ**—গতি; **ভার্যা**—পত্নী; **ত্রীন্**—তিন; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **সতী**—সাধ্বী; **সুতান্**—পুত্র; **কর্ম-শ্রেষ্ঠম্**—সকাম কর্মে অত্যন্ত দক্ষ; **বরীয়াংসম্**—অত্যন্ত সম্মানীয়; **সহিষ্ণুম্**—অত্যন্ত সহিষ্ণু; **চ**—ও; **মহা-মতে**—হে মহান বিদুর।

অনুবাদ

পুলহ ঋষির পত্নী গতি তিনটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান এবং সহিষ্ণু, এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান ঋষি।

তাৎপর্য

পুলহের পত্নী গতি ছিলেন কর্দম মুনির পঞ্চম কন্যা। তিনি অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন এবং তাঁর সব কটি পুত্রই তাঁর পতির মতো শ্রেষ্ঠ ছিল।

শ্লোক ৩৯

ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্যা বালখিল্যানসূয়ত ।
ঋষীন্‌ষষ্টিসহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৯ ॥

ক্রতোঃ—মহর্ষি ক্রতুর; **অপি**—ও; **ক্রিয়া**—ক্রিয়া; **ভার্যা**—পত্নী; **বালখিল্যান্**—ঠিক বালখিল্যের মতো; **অসূয়ত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **ঋষীন্**—ঋষিদের; **ষষ্টি**—ষাট; **সহস্রাণি**—হাজার; **জ্বলতঃ**—অতি উজ্জ্বল; **ব্রহ্ম-তেজসা**—ব্রহ্মতেজের প্রভাবে।

অনুবাদ

ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া বালখিল্য নামক ষাট হাজার মহর্ষির জন্ম দিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঋষিরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং তাঁদের জ্ঞানের প্রভাবে তাঁদের শরীর জ্যোতির্ময় ছিল।

তাৎপর্য

ক্রিয়া ছিলেন কর্দম মুনির ষষ্ঠ কন্যা। তিনি ষাট হাজার ঋষির জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁরা বালখিল্য নামে পরিচিত ছিলেন, কারণ তাঁরা গৃহস্থ জীবন পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

ঊর্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বসিষ্ঠস্য পরন্তপ ।
চিত্রকেতুপ্রধানাস্তে সপ্ত ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৪০ ॥

ঊর্জায়াম্—ঊর্জায়; **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **বসিষ্ঠস্য**—মহর্ষি বশিষ্ঠের; **পরন্তপ**—হে মহাত্মা; **চিত্রকেতু**—চিত্রকেতু; **প্রধানাঃ**—প্রমুখ; **তে**—সমস্ত পুত্রেরা; **সপ্ত**—সাত; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ; **অমলাঃ**—নির্মল।

অনুবাদ

মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর পত্নী ঊর্জা, যাঁর আর এক নাম অরুন্ধতী, তাঁর থেকে চিত্রকেতু আদি সাতটি নির্মল মহর্ষির জন্ম দান করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

চিত্রকেতুঃ সুরোচিশ্চ বিরজা মিত্র এব চ ।
উল্বণো বসুভৃদ্যানো দ্যুমান্ শক্ত্যাদয়োঽপরে ॥ ৪১ ॥

চিত্রকেতুঃ—চিত্রকেতু; **সুরোচিঃ চ**—এবং সুরোচি; **বিরজাঃ**—বিরজা; **মিত্রঃ**—মিত্র; **এব**—ও; **চ**—এবং; **উল্বণঃ**—উল্বণ; **বসুভৃদ্যানঃ**—বসুভৃদ্যান; **দ্যুমান্**—দ্যুমান; **শক্তি-আদয়ঃ**—শক্তি আদি পুত্রগণ; **অপরে**—তাঁর অন্য পত্নী থেকে।

অনুবাদ

সেই সাতজন মহর্ষির নাম—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান এবং দ্যুমান। বশিষ্ঠের অন্য পত্নী থেকে আরও কয়েকজন অত্যন্ত যোগ্য পুত্র হয়েছিল।

তাৎপর্য

বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জা, যিনি অরুন্ধতী নামেও পরিচিতা, তিনি ছিলেন কর্দম মুনির নবম কন্যা।

শ্লোক ৪২

চিত্তিস্ত্বথর্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্ ।
দধ্যঞ্চমশ্বশিরসং ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে ॥ ৪২ ॥

চিত্তিঃ—চিত্তি; **তু**—ও; **অথর্বণঃ**—অথর্বার; **পত্নী**—পত্নী; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পুত্রম্**—পুত্র; **ধৃত-ব্রতম্**—ব্রত পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ; **দধ্যঞ্চম্**—দধ্যঞ্চ; **অশ্বশিরসম্**—অশ্বশিরা; **ভৃগোঃ বংশম্**—ভৃগুর বংশ; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **মে**—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

অথর্বার পত্নী চিত্তি দধ্যঞ্চ নামক ব্রত ধারণ করে অশ্বশিরা নামক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এখন আপনি আমার কাছে মহর্ষি ভৃগুর বংশধরদের সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

অথর্বার পত্নী চিত্তি শান্তি নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন কর্দম মুনির অষ্টম কন্যা।

শ্লোক ৪৩

ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ ।
ধাতারং চ বিধাতারং শ্রিয়ং চ ভগবৎপরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ভৃগুঃ—মহর্ষি ভৃগু; **খ্যাত্যাম্**—তাঁর পত্নী খ্যাতি থেকে; **মহা-ভাগঃ**—অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী; **পত্ন্যাম্**—পত্নীকে; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজীজনৎ**—জন্ম দিয়েছিলেন; **ধাতারম্**—ধাতা; **চ**—এবং; **বিধাতারম্**—বিধাতা; **শ্রিয়ম্**—শ্রী নাম্নী একটি কন্যা; **চ ভগবৎ-পরাম্**—এবং ভগবানের এক পরম ভক্ত।

অনুবাদ

ভৃগু মুনি ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি তাঁর পত্নী খ্যাতি থেকে ধাতা এবং বিধাতা নামক দুই পুত্র এবং শ্রী নাম্নী এক কন্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই কন্যাটি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন।

শ্লোক ৪৪

আয়তিং নিয়তিং চৈব সুতে মেরুস্তয়োরদাৎ ।
তাভ্যাং তয়োরভবতাং মৃকণ্ডঃ প্রাণ এব চ ॥ ৪৪ ॥

আয়তিম্—আয়তি; **নিয়তিম্**—নিয়তি; **চ এব**—ও; **সুতে**—কন্যা; **মেরুঃ**—মহর্ষি মেরু; **তয়োঃ**—তাঁদের দুজনকে; **অদাৎ**—সম্প্রদান করেছিলেন; **তাভ্যাম্**—তাঁদের থেকে; **তয়োঃ**—তারা উভয়ে; **অভবতাম্**—আবির্ভূত হয়েছিল; **মৃকণ্ডঃ**—মৃকণ্ড; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

মহর্ষি মেরু তাঁর দুই কন্যা আয়তি এবং নিয়তিকে ধাতা এবং বিধাতার হস্তে সম্প্রদান করেন। আয়তি এবং নিয়তি থেকে মৃকণ্ড এবং প্রাণ নামক দুটি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪৫

মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডস্য প্রাণাদ্বেদশিরা মুনিঃ ।
কবিশ্চ ভার্গবো যস্য ভগবানুশনা সুতঃ ॥ ৪৫ ॥

মার্কণ্ডেয়ঃ—মার্কণ্ডেয়; **মৃকণ্ডস্য**—মৃকণ্ডের; **প্রাণাৎ**—প্রাণ থেকে; **বেদশিরাঃ**—বেদশিরা; **মুনিঃ**—মহর্ষি; **কবিঃ চ**—কবি নামক; **ভার্গবঃ**—ভার্গব নামক; **যস্য**—যাঁর; **ভগবান্**—মহাশক্তিশালী; **উশনা**—শুক্রাচার্য; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

মৃকণ্ড থেকে মার্কণ্ডেয় ঋষির জন্ম হয়, এবং প্রাণ থেকে বেদশিরা ঋষির জন্ম হয়, যাঁর পুত্র ছিলেন উশনা (শুক্রাচার্য), যিনি কবি নামেও পরিচিত। এইভাবে কবিও ভৃগু-বংশীয়।

শ্লোক ৪৬-৪৭

ত এতে মুনয়ঃ ক্ষত্তর্লোকান্ সর্গৈরভাবয়ন্ ।
এষ কর্দমদৌহিত্রসন্তানঃ কথিতস্তব ॥ ৪৬ ॥
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য সদ্যঃ পাপহরঃ পরঃ ।
প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ ॥ ৪৭ ॥

তে—তাঁরা; **এতে**—সকলে; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **লোকান্**—ত্রিলোকের; **সর্গৈঃ**—তাঁদের বংশধরগণ সহ; **অভাবয়ন্**—পূর্ণ করেছিলেন; **এষঃ**—

এই; **কর্দম**—কর্দম মুনির; **দৌহিত্র**—পৌত্রগণ; **সন্তানঃ**—সন্তান; **কথিতঃ**—ইতিপূর্বে বলা হয়েছে; **তব**—আপনাকে; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণ করে; **শ্রদ্দধানস্য**—শ্রদ্ধালুর; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পাপ-হরঃ**—সমস্ত পাপ হরণ করে; **পরঃ**—মহান; **প্রসূতিম্**—প্রসূতি; **মানবীম্**—মনুর কন্যা; **দক্ষঃ**—মহারাজ দক্ষ; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অজ-আত্মজঃ**—ব্রহ্মার পুত্র।

অনুবাদ

হে বিদুর! এইভাবে মহান ঋষিদের এবং কর্দম মুনির কন্যাদের সন্তানদের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বৃদ্ধি হয়েছিল। যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই বংশের আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। প্রসূতি নামক মনুর অপর কন্যার বিবাহ হয়েছিল ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের সঙ্গে।

শ্লোক ৪৮

তস্যাং সসর্জ দুহিতৃঃ ষোড়শামললোচনাঃ ।
ত্রয়োদশাদাদ্ধর্মায় তথৈকামগ্নয়ে বিভুঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্যাম্—তাঁকে; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **দুহিতৃঃ**—কন্যাগণ; **ষোড়শ**—ষোল; **অমল-লোচনাঃ**—কমল-নয়না; **ত্রয়োদশ**—তের; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **ধর্মায়**—ধর্মকে; **তথা**—এইভাবে; **একাম্**—একটি কন্যা; **অগ্নয়ে**—অগ্নিকে; **বিভুঃ**—দক্ষ।

অনুবাদ

তাঁর পত্নী প্রসূতি থেকে দক্ষের অত্যন্ত সুন্দরী কমল-নয়না ষোলটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। ষোলটি কন্যার মধ্যে তেরটিকে তিনি ধর্মকে এবং একটি কন্যা অগ্নিকে সম্প্রদান করেন।

শ্লোক ৪৯-৫২

পিতৃভ্য একাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে ।
শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধির্মেধা তিতিক্ষা হ্রীর্মূর্তির্ধর্মস্য পত্নয়ঃ ।
শ্রদ্ধাসূত শুভং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া ॥ ৫০ ॥

শান্তিঃ সুখং মুদং তুষ্টিঃ স্ময়ং পুষ্টিরসূয়ত ।
যোগং ক্রিয়োন্নতির্দর্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত ॥ ৫১ ॥
মেধা স্মৃতিং তিতিক্ষা তু ক্ষেমং হ্রীঃ প্রশ্রয়ং সুতম্ ।
মূর্তিঃ সর্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৫২ ॥

পিতৃভ্যঃ—পিতৃদের; **একাম্**—একটি কন্যা; **যুক্তেভ্যঃ**—সমস্ত; **ভবায়**—শিবকে; **একাম্**—একটি কন্যা; **ভবচ্ছিদে**—যিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন; **শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তিঃ, তুষ্টিঃ, পুষ্টিঃ, ক্রিয়া, উন্নতিঃ, বুদ্ধিঃ, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রীঃ, মূর্তিঃ**—দক্ষের তেরটি কন্যার নাম; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিল; **শুভম্**—শুভ; **মৈত্রী**—মৈত্রী; **প্রসাদম্**—প্রসাদ; **অভয়ম্**—অভয়; **দয়া**—দয়া; **শান্তিঃ**—শান্তি; **সুখম্**—সুখ; **মুদম্**—মুদ; **তুষ্টিঃ**—তুষ্টি; **স্ময়ম্**—স্ময়; **পুষ্টিঃ**—পুষ্টি; **অসূয়ত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **যোগম্**—যোগ; **ক্রিয়া**—ক্রিয়া; **উন্নতিঃ**—উন্নতি; **দর্পম্**—দর্প; **অর্থম্**—অর্থ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **অসূয়ত**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **মেধা**—মেধা; **স্মৃতিম্**—স্মৃতি; **তিতিক্ষা**—তিতিক্ষা; **তু**—ও; **ক্ষেমম্**—ক্ষেম; **হ্রীঃ**—হ্রী; **প্রশ্রয়ম্**—প্রশ্রয়; **সুতম্**—পুত্র; **মূর্তিঃ**—মূর্তি; **সর্ব-গুণ**—সমস্ত সদ্‌গুণের; **উৎপত্তিঃ**—উৎস; **নর-নারায়ণৌ**—নর এবং নারায়ণ উভয়ে; **ঋষি**—দুজন মহর্ষি।

অনুবাদ

অবশিষ্ট দুই কন্যার একটিকে তিনি পিতৃলোককে দান করেছিলেন, যেখানে তিনি অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক বাস করছেন, এবং অপর কন্যাটিকে তিনি শিবের হস্তে সম্প্রদান করেন, যিনি পাপী ব্যক্তিদের ভববন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। দক্ষ যে তেরটি কন্যা ধর্মকে দান করেছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী এবং মূর্তি। এই তেরটি কন্যা যে-সমস্ত সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—শ্রদ্ধা থেকে শুভ, মৈত্রী থেকে প্রসাদ, দয়া থেকে অভয়, শান্তি থেকে সুখ, তুষ্টি থেকে মুদ, পুষ্টি থেকে স্ময়, ক্রিয়া থেকে যোগ, উন্নতি থেকে দর্প, বুদ্ধি থেকে অর্থ, মেধা থেকে স্মৃতি, তিতিক্ষা থেকে ক্ষেম এবং হ্রী থেকে প্রশ্রয়। সমস্ত সদ্‌গুণের আধার মূর্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনর-নারায়ণের জন্ম দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎসুনির্বৃতম্ ।
মনাংসি ককুভো বাতাঃ প্রসেদুঃ সরিতোঽদ্রয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

যয়োঃ—তাঁদের উভয়ের (নর এবং নারায়ণ); **জন্মনি**—আবির্ভাবে; **অদঃ**—সেই; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **অভ্যনন্দৎ**—আনন্দিত হয়েছিল; **সু-নির্বৃতম্**—আনন্দে পূর্ণ; **মনাংসি**—সকলের মন; **ককুভঃ**—দিকসমূহ; **বাতাঃ**—বায়ু; **প্রসেদুঃ**—মনোরম হয়েছিল; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **অদ্রয়ঃ**—পর্বতসমূহ।

অনুবাদ

নর-নারায়ণের আবির্ভাবের ফলে, সমগ্র জগৎ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সকলের মন প্রশান্ত হয়েছিল, এবং এইভাবে সর্বত্র বায়ু, নদীসমূহ, পর্বতসমূহ অত্যন্ত মনোহর হয়েছিল।

শ্লোক ৫৪-৫৫

দিব্যবাদ্যন্ত তূর্যাণি পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ।
মুনয়স্তুষ্টুবুস্তুষ্টা জগুর্গন্ধর্বকিন্নরাঃ ॥ ৫৪ ॥
নৃত্যন্তি স্ম স্ত্রিয়ো দেব্য আসীৎপরমমঙ্গলম্ ।
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে উপতস্থুরভিষ্টবৈঃ ॥ ৫৫ ॥

দিবি—স্বর্গলোকে; **অবাদ্যন্ত**—বেজে উঠেছিল; **তূর্যাণি**—তূর্য; **পেতুঃ**—বর্ষণ করেছিল; **কুসুম**—ফুল; **বৃষ্টয়ঃ**—বৃষ্টি; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **তুষ্টুবুঃ**—বৈদিক স্তব উচ্চারণ করেছিলেন; **তুষ্টাঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **জগুঃ**—গাইতে শুরু করেছিলেন; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **কিন্নরাঃ**—কিন্নরগণ; **নৃত্যন্তি স্ম**—নাচতে শুরু করেছিলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—সুন্দরী রমণীরা; **দেব্যঃ**—স্বর্গলোকের; **আসীৎ**—দৃষ্টিগোচর হয়েছিল; **পরম-মঙ্গলম্**—পরম মঙ্গল; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যেরা; **সর্বে**—সকলে; **উপতস্থুঃ**—পূজা করেছিলেন; **অভিষ্টবৈঃ**—প্রার্থনা সহকারে।

অনুবাদ

স্বর্গলোকে বাজনা বাজতে শুরু করেছিল, এবং আকাশ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হয়েছিল। ঋষিরা প্রসন্ন হয়ে বৈদিক স্তব উচ্চারণ করেছিলেন, গন্ধর্ব এবং কিন্নরেরা গান

গাইতে শুরু করেছিলেন, এবং স্বর্গের অপ্সরারা নাচতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে নর-নারায়ণের আবির্ভাবের সময় সমস্ত মঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। সেই সময় ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারাও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

দেবা ঊচুঃ

যো মায়য়া বিরচিতং নিজয়াত্মনীদং
খে রূপভেদমিব তৎপ্রতিচক্ষণায় ।
এতেন ধর্মসদনে ঋষিমূর্তিনাদ্য
প্রাদুশ্চকার পুরুষায় নমঃ পরস্মৈ ॥ ৫৬ ॥

দেবাঃ—দেবতারা; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **যঃ**—যিনি; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **বিরচিতম্**—সৃষ্টি হয়েছে; **নিজয়া**—তাঁর নিজের দ্বারা; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে স্থিত হয়ে; **ইদম্**—এই; **খে**—আকাশে; **রূপ-ভেদম্**—মেঘমালা; **ইব**—যেন; **তৎ**—নিজের; **প্রতিচক্ষণায়**—প্রকাশ করার জন্য; **এতেন**—এর দ্বারা; **ধর্ম-সদনে**—ধর্মের গৃহে; **ঋষি-মূর্তিনা**—ঋষিরূপে; **অদ্য**—আজ; **প্রাদুশ্চকার**—আবির্ভূত হয়েছেন; **পুরুষায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **পরস্মৈ**—পরম।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বায়ু এবং মেঘ যেমন অন্তরীক্ষে অবস্থিত, এই সৃষ্টিও তেমন তাঁর মধ্যে অবস্থিত। এখন তিনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে ধর্মের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশ্বরূপ হচ্ছে এই জগৎ, যা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন। অন্তরীক্ষে অসংখ্য গ্রহলোক রয়েছে এবং বায়ুও রয়েছে, এবং বায়ুতে বিভিন্ন রঙের মেঘ রয়েছে, এবং কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিমান উড়ে যাচ্ছে। এইভাবে সমগ্র সৃষ্টি বৈচিত্র্যে পূর্ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বৈচিত্র্য হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, এবং সেই শক্তি তাঁর মধ্যে

অবস্থিত। এখন, তাঁর শক্তি প্রকাশ করার পর, ভগবান স্বয়ং তাঁর সেই সৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়েছেন, যা যুগপৎ তাঁর থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন, এবং তাই দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যিনি এই প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। অদ্বৈতবাদী নামক কিছু দার্শনিক রয়েছে, যারা তাদের নির্বিশেষ ধারণার ফলে মনে করে যে, এই বৈচিত্র্য মিথ্যা। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *যো মায়য়া বিরচিতম্* । অর্থাৎ এই বৈচিত্র্য পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। অতএব, যেহেতু শক্তি ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই এই বৈচিত্র্যও বাস্তব। জড়-জাগতিক বৈচিত্র্য অনিত্য হতে পারে, কিন্তু তা মিথ্যা নয়। তা হচ্ছে চিন্ময় বৈচিত্র্যের প্রতিবিম্ব। এখানে *প্রতিচক্ষণায়,* 'সেখানে বৈচিত্র্য রয়েছে', যা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা ঘোষণা করে, যিনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং যিনি হচ্ছেন জড় জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের উৎস।

শ্লোক ৫৭

সোঽয়ং স্থিতিব্যতিকরোপশমায় সৃষ্টান্
সত্ত্বেন নঃ সুরগণাননুমেয়তত্ত্বঃ ।
দৃশ্যাদদভ্রকরুণেন বিলোকনেন
যচ্ছ্রীনিকেতমমলং ক্ষিপতারবিন্দম্ ॥ ৫৭ ॥

সঃ—সেই; **অয়ম্**—তিনি; **স্থিতি**—সৃষ্টির; **ব্যতিকর**—চরম দুঃখ-দুর্দশা; **উপশমায়**—উপশম করার জন্য; **সৃষ্টান্**—সৃষ্টি করেছেন; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **সুর-গণান্**—দেবতাদের; **অনুমেয়-তত্ত্বঃ**—বেদের দ্বারা জ্ঞেয়; **দৃশ্যাৎ**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **অদভ্র-করুণেন**—কৃপাপূর্ণ; **বিলোকনেন**—দৃষ্টিপাত; **যৎ**—যা; **শ্রী-নিকেতম্**—লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল; **অমলম্**—নির্মল; **ক্ষিপত**—অতিক্রম করে; **অরবিন্দম্**—পদ্ম।

অনুবাদ

বিশুদ্ধ প্রামাণিক শাস্ত্র বেদের দ্বারা যাঁকে জানা যায় এবং যিনি জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তির জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন। তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত লক্ষ্মীদেবীর আলয় নির্মল পদ্মের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে।

তাৎপর্য

দৃশ্য জগতের আদি উৎস পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির বিচিত্র কার্যকলাপের দ্বারা আচ্ছাদিত, ঠিক যেমন আকাশ অথবা সূর্য এবং চন্দ্রের কিরণ কখনও কখনও মেঘ অথবা ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। সৃষ্টির আদি খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন; তাই জড় বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করে যে, প্রকৃতিই হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির পরম কারণ। কিন্তু *ভগবদ্গীতা* আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই বিচিত্র দৃশ্য জগতের পিছনে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং এই জগতের নিয়মগুলি রক্ষা করার জন্য এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের দৃষ্টির গোচরীভূত হওয়ার জন্য ভগবান আবির্ভূত হন। তিনি জগতের সৃষ্টি এবং বিনাশের কারণ। দেবতারা তাই তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার জন্য তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের প্রার্থনা করেছেন।

শ্লোক ৫৮

এবং সুরগণৈস্তাত ভগবন্তাবভিষ্টুতৌ ।
লব্ধাবলোকৈর্যযতুরর্চিতৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **তাত**—হে বিদুর; **ভগবন্তৌ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অভিষ্টুতৌ**—বন্দিত হয়ে; **লব্ধ**—লাভ করে; **অবলোকৈঃ**—দৃষ্টিপাত (কৃপার); **যযতুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **অর্চিতৌ**—পূজিত হয়ে; **গন্ধমাদনম্**—গন্ধমাদন পর্বতে।

অনুবাদ

(মৈত্রেয় বললেন—) হে বিদুর ! নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে দেবতাদের বন্দনার দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। ভগবান তখন তাঁদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তার পর গন্ধমাদন পর্বতে চলে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৯

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ ৫৯ ॥

তৌ—উভয়ে; **ইমৌ**—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **হরেঃ**—হরির; **অংশৌ**—অংশ-প্রকাশ; **ইহ**—এখানে (এই ব্রহ্মাণ্ডে); **আগতৌ**—

আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ভার-ব্যয়ায়**—ভার হরণের জন্য; **চ**—এবং; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **কৃষ্ণৌ**—দুই কৃষ্ণ (কৃষ্ণ এবং অর্জুন); **যদু-কুরু-উদ্বহৌ**—যাঁরা যদু এবং কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

অনুবাদ

সেই নর-নারায়ণ ঋষি, যাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ, সম্প্রতি তাঁরা ভূভার হরণের জন্য যদু এবং কুরুবংশে কৃষ্ণ ও অর্জুনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং নর হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের অংশ। এইভাবে শক্তি এবং শক্তিমান একত্রে হয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। মৈত্রেয় বিদুরকে জানিয়েছিলেন যে, নারায়ণের অংশ নর কুরুবংশে আবির্ভূত হয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ যদুবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের উদ্ধার করার জন্য। অর্থাৎ, নর-নারায়ণ ঋষি এখন পৃথিবীতে কৃষ্ণ এবং অর্জুনরূপে বিরাজ করছেন।

শ্লোক ৬০

স্বাহাভিমানিনশ্চাগ্নেরাত্মজাংস্ত্রীনজীজনৎ ।
পাবকং পবমানং চ শুচিং চ হুতভোজনম্ ॥ ৬০ ॥

স্বাহা—স্বাহা, অগ্নির পত্নী; **অভিমানিনঃ**—অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **চ**—এবং; **অগ্নেঃ**—অগ্নি থেকে; **আত্মজান্**—পুত্রদের; **ত্রীন্**—তিন; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **পাবকম্**—পাবক; **পবমানম্ চ**—এবং পবমান; **শুচিম্ চ**—এবং শুচি; **হুত-ভোজনম্**—যজ্ঞের আহুতি ভোজন করে।

অনুবাদ

অগ্নিদেব তাঁর পত্নী স্বাহাতে পাবক, পবমান এবং শুচি নামক তিনটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, যাঁরা যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি ভোজন করেন।

তাৎপর্য

ধর্মের পত্নী তেরজন দক্ষকন্যার বংশধরদের সম্বন্ধে বর্ণনা করার পর, মৈত্রেয় ঋষি এখন দক্ষের চতুর্দশতম কন্যা স্বাহা এবং তাঁর তিন পুত্রের কথা বর্ণনা করছেন।

যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি দেবতাদের জন্য, এবং দেবতাদের হয়ে অগ্নি ও স্বাহার তিন পুত্র—পাবক, পবমান ও শুচি তা গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৬১

তেভ্যোঽগ্নয়ঃ সমভবন্ চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
ত এবৈকোনপঞ্চাশৎসাকং পিতৃপিতামহৈঃ ॥ ৬১ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের থেকে; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেব; **সমভবন্**—উৎপন্ন হয়েছেন; **চত্বারিংশৎ**—চল্লিশ; **চ**—এবং; **পঞ্চ**—পাঁচ; **চ**—এবং; **তে**—তাঁরা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **একোন-পঞ্চাশৎ**—ঊনপঞ্চাশ; **সাকম্**—সহ; **পিতৃ-পিতামহৈঃ**—পিতা এবং পিতামহগণ সহ।

অনুবাদ

এই তিন পুত্র থেকে পঁয়তাল্লিশ বংশধরের জন্ম হয়েছে, এবং তাঁরাও হচ্ছেন অগ্নিদেব। পিতা এবং পিতামহ সহ অগ্নিদেবের সংখ্যা মোট ঊনপঞ্চাশ।

তাৎপর্য

অগ্নি হচ্ছেন পিতামহ, এবং তাঁর পুত্রেরা হচ্ছেন পাবক, পবমান এবং শুচি। এই চার জন এবং পঁয়তাল্লিশজন পৌত্র, সব মিলে ঊনপঞ্চাশজন অগ্নিদেব রয়েছেন।

শ্লোক ৬২

বৈতানিকে কর্মণি যন্নামভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
আগ্নেয্য ইষ্টয়ো যজ্ঞে নিরূপ্যন্তেঽগ্নয়স্তু তে ॥ ৬২ ॥

বৈতানিকে—আহুতি প্রদান; **কর্মণি**—কার্যকলাপ; **যৎ**—অগ্নিদেবতাদের; **নামভিঃ**—নামগুলির দ্বারা; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **আগ্নেয্যঃ**—অগ্নির জন্য; **ইষ্টয়ঃ**—যজ্ঞাদি; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **নিরূপ্যন্তে**—নিরূপিত হয়; **অগ্নয়ঃ**—ঊনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতা; **তু**—কিন্তু; **তে**—সেইগুলি।

অনুবাদ

নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নিতে অর্পিত আহুতির ভোক্তা এই ঊনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতা।

তাৎপর্য

যে নির্বিশেষবাদীরা বৈদিক ফলাশ্রয়ী সকাম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, তারা বিভিন্ন অগ্নিদেবতার প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁদের নামে আহুতি অর্পণ করে থাকে। সেই ঊনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতাদের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৬৩

অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সৌম্যাঃ পিতর আজ্যপাঃ ।
স্বাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তেষাং পত্নী দাক্ষায়ণী স্বধা ॥ ৬৩ ॥

অগ্নিষ্বাত্তাঃ—অগ্নিষ্বাত্তাগণ; **বর্হিষদঃ**—বর্হিষদগণ; **সৌম্যাঃ**—সৌম্যগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **আজ্যপাঃ**—আজ্যপগণ; **স-অগ্নয়ঃ**—সাগ্নিক; **অনগ্নয়ঃ**—নিরগ্নিক, **তেষাম্**—তাঁদের; **পত্নী**—পত্নী; **দাক্ষায়ণী**—দক্ষের কন্যা; **স্বধা**—স্বধা।

অনুবাদ

অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, সৌম্য এবং আজ্যপগণ হচ্ছেন পিতা। তাঁরা সাগ্নিক অথবা নিরগ্নিক। এই সমস্ত পিতৃদের পত্নী হচ্ছেন রাজা দক্ষের কন্যা স্বধা।

শ্লোক ৬৪

তেভ্যো দধার কন্যে দ্বে বয়ুনাং ধারিণীং স্বধা ।
উভে তে ব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে ॥ ৬৪ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের থেকে; **দধার**—উৎপন্ন হয়েছিল; **কন্যে**—কন্যাগণ; **দ্বে**—দুটি; **বয়ুনাম্**—বয়ুনা; **ধারিণীম্**—ধারিণী; **স্বধা**—স্বধা; **উভে**—উভয়ে; **তে**—তাঁরা; **ব্রহ্ম-বাদিন্যৌ**—নির্বিশেষবাদী; **জ্ঞান-বিজ্ঞান-পার-গে**—দিব্য এবং বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী।

অনুবাদ

স্বধা, যাঁকে পিতৃদের সম্প্রদান করা হয়েছিল, তাঁর বয়ুনা এবং ধারিণী নামক দুটি কন্যা হয়। তাঁরা উভয়েই ছিলেন নির্বিশেষবাদী এবং দিব্য ও বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী।

শ্লোক ৬৫

ভবস্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা ।
আত্মনঃ সদৃশং পুত্রং ন লেভে গুণশীলতঃ ॥ ৬৫ ॥

ভবস্য—ভবের (শিবের); **পত্নী**—পত্নী; **তু**—কিন্তু; **সতী**—সতী নামক; **ভবম্**—ভবকে; **দেবম্**—দেবতা; **অনুব্রতা**—শ্রদ্ধাপূর্বক সেবায় যুক্ত; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **সদৃশম্**—সদৃশ; **পুত্রম্**—একটি পুত্র; **ন লেভে**—প্রাপ্ত হননি; **গুণ-শীলতঃ**—সদ্‌গুণ এবং চরিত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

সতী নামক ষোড়শতম কন্যাটি ছিলেন শিবের পত্নী। তিনি যদিও সর্বদা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পতির সেবায় যুক্ত ছিলেন, তবুও তাঁর কোন পুত্র হয়নি।

শ্লোক ৬৬

পিতর্যপ্রতিরূপে স্বে ভবায়ানাগসে রুষা ।
অপ্রৌঢ়ৈবাত্মনাত্মানমজহাদ্‌যোগসংযুতা ॥ ৬৬ ॥

পিতরি—পিতারূপে; **অপ্রতিরূপে**—অনুকূল নয়; **স্বে**—তাঁর নিজের; **ভবায়**—শিবকে; **অনাগসে**—নির্দোষ; **রুষা**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **অপ্রৌঢ়া**—প্রৌঢ় অবস্থা লাভের পূর্বে; **এব**—এমন কি; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **আত্মানম্**—শরীর; **অজহাৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **যোগ-সংযুতা**—যোগের দ্বারা।

অনুবাদ

শিব নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও সতীর পিতা দক্ষ তাঁর নিন্দা করতেন। তাই, প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই, সতী যোগ প্রভাবে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত যোগীদের মধ্যে শিব প্রধান হওয়ার ফলে, কখনও তাঁর আবাস নির্মাণ করেননি। সতী ছিলেন একজন মহান রাজা দক্ষের কন্যা, এবং যেহেতু দক্ষের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সতী শিবকে তাঁর পতিরূপে মনোনয়ন করেছিলেন, তাই রাজা দক্ষ তাঁর প্রতি খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই হেতু যখনই তাঁর পিতার

সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হত, তখনই তাঁর পিতা অনর্থক তাঁর পতির নিন্দা করতেন, যদিও শিব ছিলেন নির্দোষ। সেই কারণে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই সতী তাঁর পিতৃদত্ত শরীর ত্যাগ করেছিলেন, এবং তাই তাঁর কোন সন্তান হয়নি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'মনুকন্যাদের বংশাবলী' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।